দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...... 5 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ...

গণভবনে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ওঝা মরে সাপের কামড়ে আপনারও করুণ পরিণতি ঘটবে

খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

□ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে ব্যবসা হিসেবে দেখে না, বরং জনগণের সেবা করার সুযোগ হিসেবে ক্ষমতাকে দেখে। তিনি বলেন, ক্ষমতা আমাদের জন্য বড় কোন বিষয় নয়, বরং আমাদের জন্য বড় বিষয় হচ্ছে জনগণের মর্যাদা রক্ষা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস এবং আমাদের রাজনীতি হচ্ছে জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া। আমরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেছি। তিনি বলেন, দেশে একটি স্বার্থান্বেষী মহল রয়েছে যারা গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় না। তিনি বলেন, তারা সবসময় সামরিক বাহিনী বা সামরিক বাহিনী সমর্থিত

পৃঃ ১৫ কঃ ৮

ওঝা মরে সাপের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারকে সমর্থন দিয়েছে, যাতে তারা গোপন পথে মন্ত্রী বা উপদেষ্টা হতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন, স্বার্থান্বেষী মহল রাজনীতিকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের উপায় হিসেবে দেখে। তারা মনে করে যে, গণতন্ত্র অব্যাহত থাকলে তাদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা পোড়া যাবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তার সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, যত ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারী ১৯৭১ সালের অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া এখন তাদের রক্ষা করার জন্য সাপের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান দেশ ও জনগণের জন্য একটি নজিরবিহীন ঘটনা বলে অভিহিত করে বলেছেন, খালেদা জিয়া যেভাবেই কান্নাকাটি করুন না কেন, তিনি তাদের বাঁচাতে পারবেন না। তিনি বলেন, আমি বিরোধীদলীয় নেত্রীকে বলতে চাই যে, সাপুড়েরা সাপের কামড়েই মারা যায়। তাদের (যুদ্ধাপরাধীদের) হাতেই আপনার করুণ পরিণতি ঘটবে। শেখ হাসিনা বলেন, জাতিকে ৪১ বছরের কলঙ্কমুক্ত করার জন্যই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা এবং দুই লাখ মা-বোনের ধর্ষণকারীদের বিচার অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

ছাত্রলীগ সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম এ সময় বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, এ এক এম বাহাউদ্দিন নাসিম, বিএম মোজাম্মেল হক ও আহমেদ হোসেন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহমান এমপি ও এনামুল হক শামীম অন্যান্যের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামরিক শাসকরা দেশের রাজনীতিকে কলুষিত না করলে জাতি অনেক উন্নতি করতে পারতো। তিনি বলেন, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া, জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসকরা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। কারণ এই দুটি সংগঠন জনগণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একই আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরবময় অতীত স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তরিকতা ও সততা রাজনীতিতে সফল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, তোমাদেরকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও সততা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং জাতি গঠনে তোমাদেরকে নিবেদিত হতে হবে। শেখ হাসিনা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হওয়ার জন্য ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, তোমাদেরকে ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রথমে শিক্ষায় এবং পরে রাজনীতিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যা সামরিক, স্বৈরশাসকদের শাসনামলে অনুপস্থিত ছিল। তিনি দেশের উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার জন্য যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং আমরা সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

দেশের শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা ও শিক্ষার্থীদের সেশনজট কমিয়ে আনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সময়োচিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উল্লেখ করেন। শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণের সামনে বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরার নির্দেশ দেন।